ফটিক খালাসিদের মতো সুর [illegible] না। সে বাঁও মেলে—এ—এ—না।' কলিকাতায় আসিবার সময় কতকটা রাস্তা স্টীমারে আসিতে হইয়াছিল, খালাসিরা কাছি ফেলিয়া সুর করিয়া জল মাপিত; ফটিক প্রলাপে তাহাদেরই অনুকরণে করুণস্বরে জল মাপিতেছে এবং যে অকূল সমুদ্রে যাত্রা করিতেছে, বালক রশি ফেলিয়া কোথাও তাহার তল পাইতেছে না।

এমন সময়ে ফটিকের মাতা ঝড়ের গতিতে ঘরে প্রবেশ করিয়াই উচ্চকলরবে শোক করিতে লাগিলেন। বিশ্বম্ভর বহুকষ্টে তাঁহার শোকোচ্ছ্বাস নিবৃত্ত করিলে, তিনি শয্যার উপর আছাড় খাইয়া পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, 'ফটিক, সোনা, মানিক আমার।'

ফটিক যেন অতি সহজেই তাহার উত্তর দিয়া কহিল, 'অ্যাঁ।'

মা আবার ডাকিলেন, 'ওরে ফটিক, বাপধন রে।'

ফটিক আস্তে আস্তে পাশ ফিরিয়া কাহাকেও লক্ষ্য না করিয়া মৃদুস্বরে কহিল, 'মা, এখন আমার ছুটি হয়েছে মা, এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি।'

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

১। ফটিকের বয়স কত ছিল?

উ: ফটিকের বয়স ছিল তেরো-চোদ্দ বছর।

২। ফটিকের স্বভাব কেমন ছিল?

উ: ফটিক ছিল ছটফটে প্রকৃতির। লেখাপড়ায় তার মন বসত না। বন্ধুদের নিয়ে সে সবসময় গ্রামের পথেঘাটে ঘুরে বেড়াত। সারাদিন খেলা করে, দুষ্টুমি করে তার দিন কেটে যেত।

৩। ফটিকের ভাইয়ের নাম কী ছিল?

উ: ফটিকের ভাইয়ের নাম ছিল মাখনলাল চক্রবর্তী।

৪। কলকাতার জীবন ফটিকের কেমন লেগেছিল?

উ: কলকাতার বদ্ধ শহুরে জীবন ফটিকের মোটেও ভাল লাগে নি। সে এখানকার পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে নি। তার মনপ্রাণ এখানে হাঁপিয়ে উঠত। এখানে সে কারো ভালেবাসা বা স্নেহ পেত না। সবার কাছ থেকে সে শুধু অবহেলা পেত।

Scanned with CamScanner

৫। নৌকার ঘাটে ফটিক কী করছিল?

উ: নৌকা ঘাটে ফটিক নৌকার গলুইয়ের ওপর বসে কাশের গোড়া চিবোচ্ছিল।

৬। নৌকার ঘাটে ফটিককে কে ডাকতে এসেছিল?

উ: নৌকার ঘাটে ফটিককে বাঘা বাগদি ডাকতে এসেছিল।

৭। কে কেন কাঠের গুঁড়ির ওপর বসেছিল?

উ: ফটিকের ভাই মাখনলাল কাঠের গুঁড়ির ওপর বসেছিল।

ফটিকের বন্ধুরা চেয়েছিল কাঠের গুঁড়ি গড়িয়ে নিয়ে গিয়ে অন্য জায়গায় রেখে আসতে। কাঠের গুঁড়ির মালিক যখন সেটা খুঁজবে তখন যথাস্থানে না পেয়ে কীরকম অসুবিধায় পড়বে তারা সেটা দেখে আনন্দ পেতে চেয়েছিল। কিন্তু মাখন তা করতে দিতে চায় নি। তাই সে কাঠের গুঁড়ির উপর বসেছিল।

৮। বালকরা কাঠের গুঁড়ি গড়িয়ে দেওয়ার ফল কী হয়েছিল?

উ: মাখন বসে থাকা অবস্থায় বালকরা কাঠের গুঁড়ি গড়িয়ে দিলে মাখন মাটিতে পড়ে যায়। সে তখন রেগে গিয়ে ফটিককে আঁচড়ে কামড়ে জর্জরিত করে এবং কাঁদতে কাঁদতে মায়ের কাছে গিয়ে ফটিকের নামে নালিশ করে।

১০। ফটিক কেন নৌকার গলুইয়ের উপর বসে কাশের গোড়া চিবোচ্ছিল?

উ: বাড়িতে গেলে মাখনের অভিযোগের জন্য মা তাকে বকাবকি করবে এবং মারবে। একথা ভেবে ফটিকের ভয় হয়েছিল। তাই সে নৌকার গলুইয়ের উপর বসে কাশের গোড়া চিবোচ্ছিল।

১১। ফটিক কেন মাখনের গালে চড় কষিয়ে দিয়েছিল?

উ: মায়ের সামনে মাখন মিথ্যা কথা বলায় ফটিক মাখনের গালে চড় কষিয়ে দিয়েছিল।

১২। বিশ্বম্ভরবাবু কে?

উ: বিশ্বম্ভরবাবু ফটিকের মামা।

১৩। বিশ্বম্ভরবাবুকে কাঁচাপাকা বাবু বলা হয়েছিল কেন?

উ: বিশ্বম্ভরবাবুর গোঁফ ছিল কাঁচা কিন্তু চুলগুলো ছিল সব পাকা। তাই তাঁকে কাঁচাপাকাবাবু বলা হয়েছিল।

১৪। বিশ্বম্ভরবাবু কোথায় থাকতেন?

উ: বিশ্বম্ভরবাবু দীর্ঘকাল পশ্চিমে থাকতেন। তিনি এখন দেশে ফিরে কলকাতায় স্থায়ীভাবে থাকার পরিকল্পনা নিয়েছেন।

১৫। 'ওমা, এ যে দাদা...' কাকে দেখে কে এরকম মন্তব্য করেছিলেন?

উ: বিশ্বম্ভরবাবুকে দেখে ফটিকের মা এরকম মন্তব্য করেছিলেন।

১৬। বিশ্বম্ভরবাবু ফটিককে কী উদ্দেশ্যে কোথায় নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন?

উ: বিশ্বম্ভরবাবু ফটিককে পড়াশোনার উদ্দেশ্যে কলকাতায় নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন।

১৭। ছুটি গল্পের উপাদান কোথা থেকে সংগৃহীত হয়েছিল?

উ: ছুটি গল্পের উপাদান সংগৃহীত হয়েছিল সাজাদপুর থেকে।

১৮। ছুটি গল্পটি প্রথম কোথায় প্রকাশিত হয়?

উ: ছুটি গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় সাধনা পত্রিকায়।

১৯। ছুটি গল্পে কাকে বালকদের সর্দার বলা হয়েছিল?

উ: ছুটি গল্পে ফটিক চক্রবর্তীকে বালকদের সর্দার বলা হয়েছিল।

২০। বিশ্বম্ভরবাবুর শারীরিক বর্ণনা দাও।

উ: বিশ্বম্ভরবাবু ছিলেন অর্ধবয়সী। কাঁচা গোঁফ এবং পাকা চুলযুক্ত।

২১। মামার বাড়িতে আসাটা মামী কিভাবে নিয়েছিল?

উ: মামার বাড়িতে আসাটা মামী ভালো চোখে দেখেন নি। মূলত মামীমা ফটিককে সহ্য করতে পারত না। সামান্য অপরাধেই মামীমা তাকে নানা কুকথা শোনাত এবং মারধর করত।

২২। স্কুল মাস্টারের কাছে ফটিক কিরূপ ব্যবহার পেত?

উ: ফটিক ছিল পড়াশোনার বিষয়ে অমনোযোগী। প্রায়ই সে স্কুলে পড়াশোনা না করে যেত। ফলে না পারার অপরাধে মাস্টারমশাই তাকে মারধর করত।

২৩। ফটিকের সঙ্গে তার ভাইয়ের চরিত্রগত পার্থক্য কী ছিল?

উ: ফটিক ছিল ছটফটে প্রকৃতির কিন্তু তার ভাই ছিল একগুঁয়ে প্রকৃতির।

২৪। ছুটি গল্প থেকে মামীর চরিত্রের কী পরিচয় পাওয়া যায়?

উ: ছুটি গল্প থেকে জানা যায় যে মামী ছিলেন স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক।

২৫। 'স্কুলে এত নির্বোধ এবং অমনোযোগী বালক আর ছিল না'—কার সম্বন্ধে একথা বলা হয়েছিল?

উ: ফটিকের সম্বন্ধে একথা বলা হয়েছিল।

২৬। জ্বর হলে ফটিক বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছিল কেন?

উ: জ্বর হলে ফটিক মূলত দুটো কারণে বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছিল—প্রথমতঃ মামীর ভয়ে এবং দ্বিতীয়তঃ মাকে দেখার প্রবল ইচ্ছায়।

Scanned with CamScanner